হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ)

মুদ্রণ ঃ ৩১শে অক্টোবর, ১৯৬৮
২০,০০০ কপি

প্রকাশক ঃ
সদর আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার পক্ষ হইতে
মোহাম্মদ শামসুর রহমান
এল, এল-বি, (লণ্ডন), বার-এট-ল,
জেনারেল সেক্রেটারী,
পূর্ব-পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া,
৪নং বক্‌সীবাজার রোড, ঢাকা—১

মুদ্রাকর ঃ
এম, এম, আব্দুল্লাহ

৪৯/৬, রামকৃষ্ণ মিশন রোড,
ঢাকা—৩
ফোন ঃ ৫০৮১৮

রসুল-প্রেমে

كل بركة من محمد صل الله عليه وسلم

সকল বরকত হযরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওসাল্লাম হইতে। [ইলহাম—হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)]

* * *

সেই জ্যোতিতে আমি বিভোর হইয়াছি।
আমি তাঁহারই হইয়া গিয়াছি ॥
যাহা কিছু তিনিই, আমি কিছুই না।
প্রকৃত মীমাংসা ইহাই ॥ [উর্দু দুররে সমীন]

* * *

তোমাকে দেখিয়া আলোকের অপূর্ব বিকাশ দেখিয়াছি।
তোমার নূর দিয়া আমি শয়তানকে পুড়াইয়াছি ॥
হে শ্রেষ্ঠ নবী! তোমারই জন্য আমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত হইয়াছি।
তোমার অগ্রগমনে আমরা কদম আগে বাড়াইয়াছি ॥
আদম-সন্তান কি বস্তু, সকল ফেরেস্তা তোমার মহিমায়
সেই গীতি গাহে, যাহা আমি গাহিয়াছি ॥ [উর্দু দুররে সমীন]

* * *

আমার মস্তক আহমদ (সাঃ)-এর চরণধুলায় লুণ্ঠিত।
আমার হৃদয় সদা মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর জন্য কুরবান ॥

* * *

যদি সেই প্রিয়ের [মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর] গলিতে তলওয়ার চলে
তবে আমি প্রথম ব্যক্তি যে সর্বপ্রথম প্রাণ দান করিবে ॥
[ফারসী দুররে সমীন]

* * *

খোদার পরে মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর প্রেমে আমি বিভোর।
ইহা যদি কুফর হয়, খোদার কসম আমি শক্ত কাফের ॥
[ফারসী দুররে সমীন]

* * *

স্মরণ রাখিও প্রকৃত মুক্তি যে কেবল মৃত্যুর পরই প্রকাশ পায় এরূপ নহে। বরং প্রকৃত মুক্তি ইহজগতেই উহার আলো প্রকাশ করিয়া থাকে। প্রকৃত মুক্তিপ্রাপ্ত কে? সেই, যে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ সত্য এবং মোহাম্মাদ (সাঃ) তাঁহার এবং তাঁহার সৃষ্ট জীবের মধ্যে যোজক স্থানীয় এবং আকাশের নিম্নে তাঁহার সমমর্যাদা বিশিষ্ট আর কোন রসুল নাই এবং কুরআনের সমতুল্য আর কোন গ্রন্থ নাই। অন্য কোন মানবকেই খোদাতায়ালা চিরকাল জীবিত রাখিতে ইচ্ছা করেন নাই। কিন্তু তাঁহার এই মনোনীত নবীকে তিনি চিরকাল জীবিত রাখিয়াছেন। [কিশতিয়ে নুহ]

* * *

মোহাম্মাদ (সাঃ) দুই জাহানের ইমাম এবং প্রদীপ।
মোহাম্মাদ (সাঃ) যমীন ও আসমানের দীপ্তি॥
সত্যের ভয়ে তাঁহাকে খোদা বলি না।
কিন্তু খোদার কসম তাঁহার সত্বা জগদ্বাসীর জন্য খোদা-দর্শনের দর্পন স্বরূপ॥ [ফারসী দুররে সমীন]

* * *

মানবজাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম-সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ (সাঃ) ভিন্ন কোনই রসুল এবং শাফী (যোজক) নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরবসম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না, যেন আকাশে তোমরা মুক্তিপ্রাপ্ত বলিয়া পরিগণিত হইতে পার। [কিশতিয়ে নুহ]

* * *

খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁহার গ্রন্থ পবিত্র কুরআনকে বিধিবদ্ধ আইন বলিয়া স্বীকার করে, তাঁহার রসুল হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-কে প্রকৃত খাতামাল আম্বিয়া বলিয়া মানে এবং নিজকে তাঁহার কল্যাণের ভিখারী বলিয়া জানে। জানিয়া রাখিও এইরূপ ব্যক্তি খোদার প্রিয় হয়। খোদার প্রেমের অর্থ ইহাই যে, তিনি তাঁহাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করেন এবং আপন কল্যাণ-পূর্ণ বাণী দ্বারা তাঁহাকে সম্মানিত করেন এবং তাঁহার সাহায্যার্থে নিদর্শন প্রকাশ করিয়া থাকেন।

[চশমায়ে মারেফৎ]

* * *

ইহা কি সত্য নহে যে, অল্প সময়ের মধ্যে এই হিন্দুস্থান উপমহাদেশে প্রায় এক লক্ষ লোক খ্রীষ্টানধর্ম গ্রহণ করিয়াছে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে ছয় কোটিরও অধিক পুস্তক রচিত হইয়াছে এবং বড় বড় শরীফ খান্দানের লোক স্বীয় পবিত্র ধর্ম ছাড়িয়া দিয়াছে। এমন কি যাহারা নিজদিগকে রসুল (সাঃ)-এর বংশধর বলিয়া পরিচয় দিত এবং পরে খ্রীষ্টধর্মের পোষাক পরিয়া রসুল (সাঃ)-এর শত্রু হইয়া গিয়াছে তাহারা এত অধিক পরিমাণ কটুকথা ও মিথ্যা দুর্ণামপূর্ণ পুস্তক হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে ছাপাইয়াছে এবং বিলি করিয়াছে যে, উহা শুনিলে শরীর কাঁপিয়া যায় এবং আমার হৃদয় কাঁদিয়া কাঁদিয়া দোয়া করিতে থাকে যে, তাহারা রসুল করীম (সাঃ)

-এর নামে নানা প্রকার গালি ও মিথ্যা দুর্নাম দেওয়ায়, আমার মনে যে দুঃখ হইয়াছে, তাহার পরিবর্তে যদি এই সকল ব্যক্তি আমার সন্তান-সন্ততিদিগকে আমার চক্ষের সম্মুখে হত্যা করিয়া ফেলিত এবং আমার নিকট হইতে নিকটতর এই পৃথিবীর আত্মীয় ও প্রিয়জনকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ফেলিত এবং স্বয়ং আমাকে একান্ত লাঞ্ছনা ও অবমাননার সহিত মারিয়া ফেলিত এবং আমার সমস্ত সম্পত্তি জবর-দখল করিয়া লইত, তাহা হইলে আল্লাহ্‌র কসম, ইহাতে আমার কোনই মনঃকষ্ট হইত না। [আইনায়ে কামালাতে ইসলাম]

* * *

সর্বাপেক্ষা উচ্চস্তরের জ্যোতিঃ, যাহা মানব, তথা পূর্ণ মানবকে দেওয়া হইয়াছে, উহা ফেরেস্তাগণের মধ্যে ছিল না, তারকায় উহা ছিল না, চন্দ্রে উহা ছিল না, সূর্যে উহা ছিল না, উহা ভূপৃষ্ঠে, সমুদ্র ও নদী সমূহে ছিল না, উহা পদ্মরাগ মণি ও নীলকান্ত মণিতে ছিল না, পান্না, হীরক ও মতির মধ্যেও ছিল না, উহা পার্থিব ও নৈসর্গিক বস্তুতে ছিল না। উহা ছিল শুধু মানবের মধ্যে, তথা পূর্ণ মানবের মধ্যে, পূর্ণ ও সর্বোচ্চ মহীয়ান ও গরীয়ান, আমাদিগের প্রভু সৈয়েদুল আম্বিয়া, সৈয়দুল আহ্‌য়ীয়া মোহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওসাল্লামের মধ্যে। [আইনায়ে কামালাতে ইসলাম]

*　　*　　*

ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে খোদাতায়ালা তোমাদের নিকট ইহাই চাহেন যেন তোমরা বিশ্বাস কর যে, আল্লাহ্ এক এবং মোহাম্মাদ (সাঃ) তাঁহার নবী এবং খাতামাল আম্বিয়া (নবীদিগের মোহর)। তিনি সকল নবী হইতে শ্রেষ্ঠ। তাঁহার পরে তাঁহার গুণে গুণান্বিত হইয়া তাঁহার প্রতিচ্ছায়া রূপে যিনি আসেন, তিনি ব্যতিরেকে অন্য কোন নবী আসিবেন না। কারণ দাস আপন প্রভু হইতে এবং শাখা আপন কাণ্ড হইতে কখনও পৃথক নহে। [কিশতিয়ে নুহ]

* * *

কলরব ধ্বনি উঠিবে যবে, গোর হতে সবার, রোজ হাশরে।
তব প্রশংসা মুখর সরব গোরখানি, পরিচয় দিবে মোর, সবার মাঝারে ॥ [আরবী দুররে সমীন]

—:—